দেশের বাড়ি

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু একটা আলো, অ্যালুমিনিয়াম রঙের। তাকে ধরতে চাইছি। একটা পুকুরের বিকেল তিনটের পরেকার নৈঃশব্দ্য। আমার নিজস্ব একটা গ্রামজ মফস্বল ছিল। এখন তার পুনর্নির্মাণ।

আমি সিনেমাটার কাহিনিতে নয়, বরং দৃশ্যে থাকি। একে একে ভরে উঠছে গ্রামের বাড়ি, সমাগম থেকে শূন্যতা অব্দি। সিনেমাটার নাম *গামক ঘর*, মৈথিলি, অর্থ গ্রামের বাড়ি। দৃশ্যে দেখা যায় এক দেশের বাড়ি, সেখানে জড়ো হওয়া মানুষ, কাজের জগৎ থেকে গ্রামে এসেছেন। শহর থেকে। নানা গল্পাণু তে ঢেকে যায় সোজা আখ্যানের ধাক্কা। বাড়ি, উৎসব, দূর থেকে আসা আত্মীয়, তাদের শহুরে চাকচিক্য বনাম গ্রাম্য ম্লানিমা। মনে পড়ে ২০১৮ সালের হার্ভার্ডয়ের এলিয়ট নর্টন লেকচারে উইম ওয়েন্ডার্স বলেছিলেন তিনি সিনেমার ছাত্রাবস্থায় ভাবতেন সিনেমা আসলে বহিরাঙ্গের দৃশ্য। তিনি উদাহরণ দেন তাঁর প্রথম সিনেমা থেকে *উইংস অফ ডিজায়ার* অব্দি তাঁর নিজের বহিরাঙ্গ থেকে অন্তরাঙ্গে যাত্রার। আবার ফিরে যান কঙ্গো নদীর যুদ্ধ ধ্বস্ত শহরের উপরে নির্মিত তাঁর তথ্যচিত্রের। অর্থাৎ আবার এক বাহিরানায় ফিরে যাওয়া। আমরা যারা গরীব দুনিয়ায় বাস করি তাদের পক্ষে বাস্তব পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আবার উলটোটাও অসম্ভব।

গামক ঘর ছবির পোস্টার

এখন সাহস বাড়ে, যেহেতু জীবনের অর্ধেকের বেশি কাটিয়ে ফেলেছি, রাখঢাক কম। ফিরে যাই দ্বিতীয় ভাষার কাছে। এস্পানিওল। ২০০২ সালে আমি সাক্ষর হই এই ভাষায়। এখন সে আমার জীবনে প্রাপ্তবয়স্ক। বাহিরানা থেকে ঘরানা। হ্যাঁ আমার ঘরে এখন বসত করে সে, এমনকি কবিতায়। বাংলার গ্রামজ বিকেল আমি লিখতে শুরু করলাম সেই দ্বিতীয় বাড়িতে। আমার দোসর হল সোরিয়া নামক আরেক গ্রামজ মফস্বলে

জন্মানো, স্বাভাবিক কারণে বড় শহরে চলে যাওয়া কবি ফেরমিন এররেরো। ফেরমিনের কবিতায় কোনও অলংকার নেই। সেই নগ্ন কবিতার লোক। সেখানে নেই কল্পনার তথাকথিত উড়ান বা বিস্তার, আমার ঠিক উলটো। অর্থাৎ এ দ্বিরালাপ আসলে এক অন্তর ও বাহিরের? আমি ফেরমিনকে পাঠাই *গামক ঘর* । সে দেখেছে। এবং মোটের উপর যে কাহিনি সেখানে ছড়িয়ে আছে অর্থাৎ ২০ বছরের দূরত্বে সেই দেশের বাড়ির বিলুপ্তি তা সে ভালোই বুঝেছে। কারণ সে যে গ্রামে জন্মেছিল, সেখানে এখন মাত্র ৫০ জন মানুষ থাকেন। ফেরমিন বলে তার কবিতা তার গ্রামের মত, রুক্ষ, পাথুরে, বরফে ঢাকা বছরে ছমাস।

আমি মজে থাকি সেই আলোতে।

আমি শুরু করি,

Parte I

vespertino (বৈকালিক?)

Debemos volver donde estábamos, volver a aquel cruce de caminos donde nos equivocamos

Dominicio en Nostalgia, Andrei Tarkovsky, Tonino Guerra

(আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে ফিরে যাওয়া উচিত, ফেরা উচিত সেই রাস্তার মোড়ে, যেখানে আমরা ভুল দিকে গিয়েছিলাম।

দোমিনিসিও -র সংলাপ, নস্টালজিয়া, আন্দ্রেই তারকোভস্কি, তোনিনো গেররা)

Entrada al pueblo

Comparar y crear jerarquías, incluso entre la luz
La entrada del otoño trae alegría a esta parte del mundo

Ir hacia la cosecha, fuera del único tono de la lluvia
Comparar y esperar a que nos salve un ser superior
La verbosidad de los rezos

Entre suspiro y llanto se abre una senda, ya seca

Es la vena llena de color de madera oscura y mohosa

Dejo el susurro y la sal del antaño allí
todo se celebrará

El pueblo que se pone más robusto cada día
celebrará las vueltas sin idas

Desde la rama plateada del baniano bajarán
las raíces del plenilunio

(এর বাংলা করা আমার অসাধ্য, যদিও নিজেরই লেখা, এ যেন দুই প্রেমিকার মাঝে লুকোচুরি, দুটোই পরকীয়া, দুটোই ইহকীয়া, আমার নিজের দুই ভাষা)

উত্তরে ফেরমিন যে কবিতা লিখল তার প্রথম অংশ তুলে দিলাম

Es un terreno malo y montaraz,
expuesto y pobre, extremo. Y despoblado.
Las aldeas están muy cerca, apenas
unas casas de piedra que se apiñan
en torno a las iglesias, siempre vigilantes,
arriba.

(এ এক ভয়ানক পাহাড়ি পথাঞ্চল,
উন্মুক্ত ও গরীব, উগ্র। আর জনহীন।
অজগ্রামগুলো কাছেই, সামান্য
কয়েকটা জড়োসড়ো পাথরের বাড়ি
গির্জার চারপাশে, সবসময়
উপরে তাকিয়ে।)

বোঝাই যাচ্ছে আমরা দুজনে কথা বলব ঘর ও বাইরে নিয়ে, ঘরানা বাহিরানা নিয়ে, আমার কাছে যে ঘর আসলে ভাষা, ওর কাছে সে ঘর আমাদের দশকব্যাপী বন্ধুত্বের এবং আমাদের মাঝখানে উজ্জ্বল আহ্বান সোরিয়া নামক পাথুরে ছোট জেলাশহর।

কিন্তু কোনটা ঘর আর কোনটা বাইরে? ২৩ বছরের কিশোর যুবক অচল মিশ্র যে নির্মাণ করল *গামক ঘর* আর আমি ঈর্ষায় নীল হয়ে গেলাম কেন এমন কিছু লিখতে পারলাম না এই ৪৩ বছর বয়সেও! নাকি স্নায়ুতে মিশে থাকা উইম ওয়েন্ডার্স, তাঁর যাবতীয় সিনেমা, নাকি তারকোভস্কির দেশ ছেড়ে বানানো সিনেমা। কোনটা ঘর আর কোনটা বাইরে? আমার কড়াইশুটির কচুরি আর ছোলার ডাল নাকি এল সেক্রেতো ইবেরিকো? আমার যে দুটোই চাই। কোনটা ঘর? অচল মিশ্র এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন তিনি তাঁর মৈথিলি সংস্কৃতিকে আবিষ্কার করেছেন এই ফিল্ম লিখতে গিয়ে। যে সংস্কৃতি ক্রমাগত তার গ্রামজ দুনিয়া থেকে বেরিয়ে বড় শহরের হিন্দিতে মিশে যাচ্ছে। এক প্রজন্ম পরে ইংরেজি। আমাদের বাংলাও তো তাই। কবে কোন ১৯ শতক ঘটেছে বলে আমরা আজও নিজেদের আলাদা ভাবি। গ্রামকে অপর হিসেবে দেখি, মানক ভাষা নামক নাৎসি ধারণা নিয়ে ঘুরি। বাকি সব আঞ্চলিক। থাক না ঘরে বাইরের দ্বন্দ্ব! আমি সেই গ্রামজ মফস্বলে ফিরতে চাইছি যেখানে জন্মাবার জন্য কলকাতা শহরে বারবার অপদস্থ হতে হয়েছে। নির্মাণ করে নিতে হয়েছে ছদ্ম পরিচয় টিউশানি পড়াবার জন্য। যেখানে কলকাতা ও তার বাইরে বোঝাতে খবরের কাগজ কলকাতা ও জেলা দ্বিপদ সমীকরণ তৈরি করে। না এস্পানিওল ভাষাতে এ-জিনিস নেই। তাদের স্বীকৃত বাগবিধি অনেক। কেউ মেহিকোর টানে মাদ্রিদে কথা বললে তাকে নিয়ে আলাদা করে কেউ ভাবে না। না মানক ভাষা নামক নাৎসি ধারণা দীর্ঘ সমস্ত সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসনের দৌলতে লোকে এমনিতেই ফেলে দিয়েছে। আমার নিবিড় জানা সবকটা দেশেই। ঘর বাহির ভেঙে যায়।

উইংস অফ ডিসায়ার, একটি দৃশ্য

ওয়েন্ডার্স দেখাচ্ছেন তাঁর প্রথম সিনেমা The Goalie's Anxiety at the Penalty Kick এ পুরুষ চরিত্র কেমন নারীর সঙ্গে কথা বলতে জানে না। সেই ওয়েন্ডার্স এর *প্যারিস টেক্সাস* এও দেখছি পুরুষের অসহায়তা, *উইংস অফ ডিসায়ার* এ দেবদূত নম্র, কথা শোনে শান্তভাবে। এইখানেই ঘটে যায় এক আশ্চর্য রসায়ন। ওয়েন্ডার্স *প্যারিস টেক্সাস* তৈরি করেন ইংরেজি ভাষায়। তারকোভস্কির নস্টালজিয়াতে ইতালিয়ান প্রধানতম ভাষা। ফিল্ম পরিচালকের ভাষাগত পরিচয় কি তাহলে লেখকের মত নয়? স্থানিকতা?

আমি জোর দিচ্ছি সেই আলো। আসলে আমাদের চারপাশে রশ্মিজাগর কিছু নেই। আমার গোটা দেশ একটা বিকট ঘা, কখনও শুকোবে না যেমনটা বা বলেন এমে সেজেয়ার, কারণ এই ঘা পাঁজড়াই উত্তর ঔপনিবেশিক নিয়তি। তাহলে আমার আত্মপরিচয় কী? আমি কি অনন্ত অসাড়ে ডুবে থাকা এক লাবণ্যময় শকুন? ব্যক্তিভাগাড়ে পড়া মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েনে ভুলে থাকার দায়? স্পষ্ট দেখি *প্যারিস টেক্সাসের* মূল চরিত্রকে। পুরুষমুখ। তার নানা রকমের চেষ্টা। অথবা সেই জেগে ওঠা আসলে মানুষের অন্তর্গত ট্র্যাজেডির দিকে। কবিতা কি আসলে একটা স্টোয়িক বিন্যাস? বাজারে দাঁড়িয়ে তাকে অস্বীকার করা যেমন করতেন আদি স্টোয়িকরা। একধরনের হালকা ঠাট্টায় ভরিয়ে দেওয়া, নিজের রসবোধ জাগ্রত রেখে জুড়ে যাওয়া এক অন্ধকার থেকে আরেক অন্ধকারে।

উইংস অফ ডিসায়ার, একটি দৃশ্য

উইংস অফ ডিজায়ারের সেই দৃশ্য যখন নায়িকা তার প্রেমিক প্রাক্তন দেবদূতকে বলছে সেই প্লাজার কথা যেখানে সমস্বপ্নদর্শী মানুষেরা জড়ো হবে। মোটের উপর দেবদূতের পরিচয় বদল, অমরত্ব থেকে মরণশীলতায় চলে আসা, এটাই ভাবায়। যেখানে আমরা এমন এক কালে বাস করছি যেখানে এই সমস্বপ্নদর্শী মানুষ নেই। আলগা একটা জোড় লেগে আছে আমাদের সবকিছু, যেমনটাবা এই সিনেমায় আত্মহত্যা করা লোকটা, যেমনটা বা মোবাইক দুর্ঘটনার পরেকার লোকটা। আমরা মাথায় হাত ছুঁইয়ে বুঝে নিতে চাইছি সবরকমের অসংলগ্নতার অর্থ। কিন্তু সমস্যা হল আমাদের সময়টা বড় দ্রুত। বাহ্যিক সমস্ত কিছুই আর কোনও বল দিয়েই হয়ত বদলানো যাবে না। এই দেশের উন্মুক্ত ঘা দগদগ করবে কিছুই পাল্টাবে না।

যেটা পাল্টাবে সেটা পরিচয় ও আত্মপরিচিতি হয়ত বা তার কিছু ধরণ, যেমনটা বা গামক ঘরের বাড়িটার ভেঙে যাওয়া। আমরা এক ভয়ানক রকমের রক্ষণশীল জাতি, অথচ রক্ষা করার মত আসলে কিছু নেই আর এই দীর্ঘ সব স্বর্ণযুগ নির্মাণের খেলায় হারিয়ে গেছে সবরকমের ভবিষ্যৎ। এমনকি বর্তমানও নেই। যেখানে সামাজিক বলে কিছু হয় না সেখানে সেখানে বোধহয় ব্যক্তির কাছেই ফেরা, যেমনটা বা *প্যারিস টেক্সাস* বা *উইংস অফ ডিজায়ার*, বা স্বয়ং উইম ওয়েন্ডার্স। রেখে যাওয়া কিছু চোরাগপ্তা ব্যক্তিগত বোমা। আর গামক ঘরের সদ্যতরুণ পরিচালক অচল মিশ্র এখন আবিষ্কার করলেন তাঁর অতীত ও নির্মাণ।

প্যারিস-টেক্সাস ছবির দৃশ্য

তাহলে কী হবে আমার কবিতা? আমাদের সময়ের কবিতা? সে তো আর উদাস থাকতে পারছে না এমনকি উন্নত দুনিয়াতেও। আমি ফিরে আসি অচল মিশ্রের কাছে। ভাষা ও ভাষাহীনতার ভাষ্যে মূর্ত আমাদের গোষ্ঠী পরিচয় ও তার গল্পহীনতা। আমি ফিরে আসি তার গ্রামের বাড়িতে। এখন আর কেউ থাকে না। আমি জানি সেখানে কোথাও একটা পুকুর আছে। স্নানদীর্ঘ দুপুর আছে। আছে তার পাশের চালতা গাছ ও তার টক আলোয় ছড়িয়ে রাখা গার্হস্থ্য হিংসার গল্প। আমি ভুলে থাকতে পারব না এইসব। আমি ভেজাল দিয়ে যাব আমার মত করে নির্মাণ করা অন্বয়ে, এমনকি ভাষা ব্যবধান অস্বীকার করে।

চিত্রসূত্রঃ YouTube
Copyright © 2020 Subhro Bandopadhyay, Published 31st Dec, 2020.

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৭৮, কলকাতা। প্রকাশিত বাংলা কবিতার বই ৪টি। *বৌদ্ধলেখমালা ও অন্যান্য শ্রমণ* কাব্যগ্রন্থের জন্য ভারতের জাতীয় সাহিত্য আকাদেমির যুব পুরস্কার পেয়েছেন। স্পেনে পেয়েছেন আন্তোনিও মাচাদো কবিতাবৃত্তি, পোয়েতাস দে ওব্রোস মুন্দোস সম্মাননা। স্পেনে চারটি কবিতার বই প্রকাশ পেয়েছে। ডাক পেয়েছেন মেদেইয়িন আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব ও এক্সপোয়েসিয়া, জয়পুর সাহিত্য উৎসব সহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক উৎসবে। ভারতের স্বাধীনতার ৭০ বছর উপলক্ষ্যে আয়োজিত Poetry Connecyions India-Wales এ কবিতা রেসিডেন্সিতে ডাক পেয়েছেন। কৌরব অনলাইনের সহকারী সম্পাদক। পেশায় স্পেন সরকারের ভাষাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইন্সতিতুতো সেরবান্তেস, নয়াদিল্লিতে স্পেনীয় ভাষার সহকারী অধ্যাপক।